এক্সিডেন্ট

[আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্র পরিকল্পিত সৃষ্টি,
আপনা-আপনি হঠাৎ সৃষ্ট নয়]
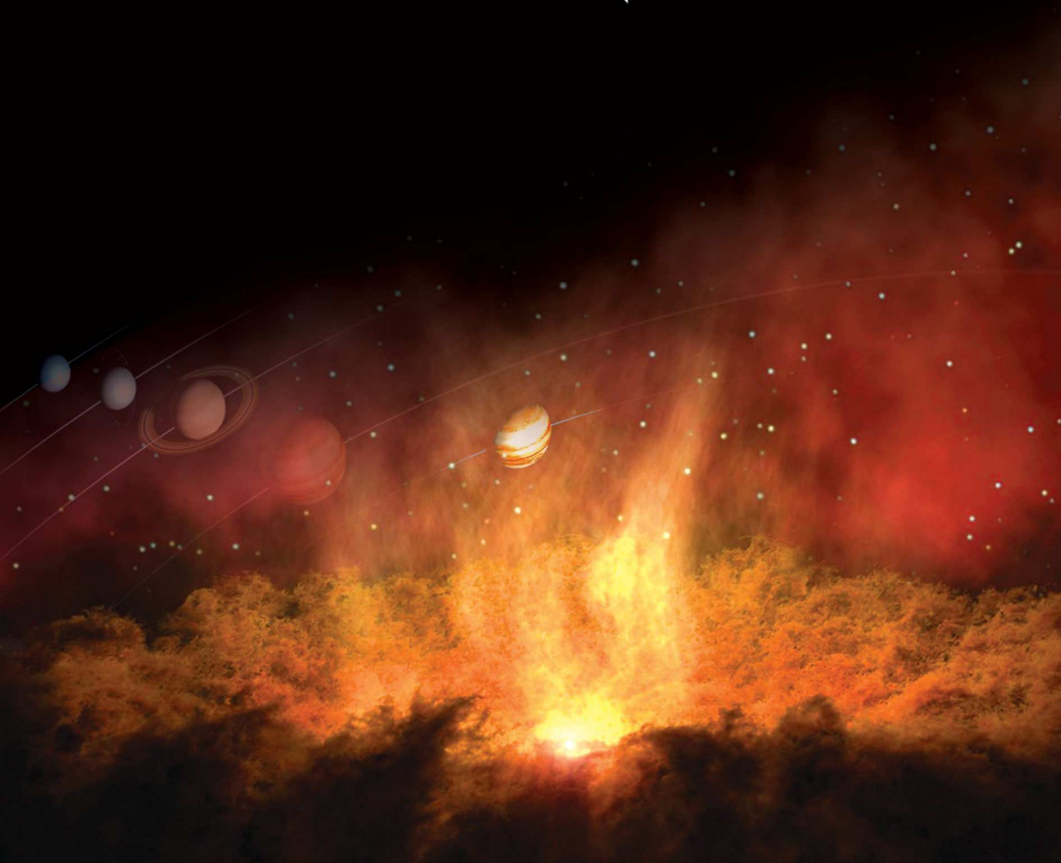
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

এক্সিডেন্ট

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৯৮
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

الحادثة

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪১ হি./আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/সেপ্টেম্বর ২০১৯ খৃ.
২য় প্রকাশ
রবীউল আউয়াল ১৪৪১ হি./অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/নভেম্বর ২০১৯ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

ACCIDENT by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী) মে ২০১৭, ২০/৮ সংখ্যায় নির্ধারিত 'দরসে কুরআন' কলামে উক্ত শিরোনামে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মাননীয় লেখক দরসে কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়টি যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। যাতে কেউ সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে বিজ্ঞানের ধোঁকা দিয়ে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা মাননীয় লেখকের মাধ্যমে পরিমার্জন শেষে নিবন্ধটিকে বই আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে দেশ দু'বার রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হ'লেও তা আজও পাশ্চাত্য বস্তুবাদের করাল গ্রাস থেকে বের হ'তে পারেনি। ফলে তার কবলে পড়ে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সিলেবাসে সুকৌশলে বস্তুবাদী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। তাদেরকে শিখানো হচ্ছে যে, এ পৃথিবী আল্লাহ্র সৃষ্টি নয়। বরং দূর অতীতে মহাবিশ্বে ঘটিত এক মহা বিস্ফোরণের ফলে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। যাকে 'বিগব্যাঙ' বলা হয়। এতে আমাদের সন্তানরা জন্মগতভাবে ইসলামে বিশ্বাসী হ'লেও পরবর্তীতে নাস্তিক্যবাদী হয়ে উঠছে। ফলে তারা আল্লাহ ও আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতিশূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং মানবতাহীন স্বার্থসর্বস্ব প্রাণীতে পরিণত হচ্ছে।

উক্ত থিওরী মাত্র ১৯২৭ সালে প্রকাশ পেয়েছে। অথচ সাড়ে ১৪শ বছর পূর্বেই কুরআন সে বিষয়ে বলে দিয়েছে। পার্থক্য এই যে, বস্তুবাদীদের ধারণা এই এক্সিডেন্ট বা মহাবিস্ফোরণ আপনা-আপনি হয়েছে। এর পিছনে কোন কর্তা নেই। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণের দৃঢ় বিশ্বাস এটি আল্লাহ্র হুকুমেই সংঘটিত

www.ahlehadeethbd.org

হয়েছে *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। এটি তাঁর মহা পরিকল্পনারই অংশ। যার ফলে পৃথিবীকে পৃথকভাবে মনুষ্য বাসোপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।

পরিশেষে অত্র বই প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ও মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সোমবার

বিনীত-
প্রকাশক।

বি.দ্র. ২য় মুদ্রণে কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছে। তবে পৃষ্ঠা বাড়েনি।
-প্রকাশক।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

এক্সিডেন্ট

প্রাচীন বিজ্ঞানীদের অনেকের ধারণা ছিল, এ পৃথিবী ও এর মধ্যেকার সবকিছু এক্সিডেন্টের সৃষ্টি। এটি কোন পূর্ব পরিকল্পিত সৃষ্টি নয় এবং এর কোন সৃষ্টিকর্তা ছিল না। আসলে কি তাই? আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ-

'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একত্রিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী আদিতে যখন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না এবং ছিল না কোন বস্তু, শক্তি বা সময়ের অস্তিত্ব, সে সময় হঠাৎ সংঘঠিত হয় এক মহা বিস্ফোরণ। যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় বস্তু, শক্তি ও সময়। বিস্ফোরণের সেই ক্ষণটিকে বিজ্ঞানীগণ বলেন, শূন্য সময় বা Time Zero। যে সূক্ষ্ম বিন্দুতে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল, তাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় আদি অগ্নিগোলক বা Primordial Fire-ball বলা হয়। সেখানে অজ্ঞাত কোন উৎস থেকে সহসা বিপুল পরিমাণ শক্তির সমাবেশ ও তার ঘনায়ন ঘটে। সেই সূক্ষ্ম বিন্দুটিই ছিল আদি মহাবিশ্ব। যা সম্প্রসারিত হ'তে হ'তে মানুষের কল্পনার অতীত আজকের মহা আকৃতি ধারণ করেছে। যা ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। কুরআনের ভাষায়, وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوسِعُونَ- 'আমরা নিজ ক্ষমতায় আকাশ নির্মাণ করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী' *(যারিয়াত ৫১/৪৭)*। অথচ এই মহাবিশ্ব ছিল অস্তিত্বহীন একটি মহাবিন্দু তুল্য। বিজ্ঞানীরা যার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এজন্যেই আল্লাহ বলেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ- 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন

তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। এখানে 'হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' কথার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তদাতা নিঃসন্দেহে একজন জ্ঞানবান সত্তা। আর তিনিই হ'লেন আল্লাহ। 'অতঃপর' বলার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টি দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে হয়েছে। তা লক্ষ বছরও হ'তে পারে, কোটি বছরও হ'তে পারে। যাকে আল্লাহ 'ছয় দিন' বলে বর্ণনা করেছেন *(হূদ ১১/৭; ক্বাফ ৫০/৩৮; সাজদাহ ৩২/৪-৫)*। যার অর্থ ছয়টি পর্যায় *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৯-১০)*। যেখানে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর সবকিছু পরিবেশ তৈরী শেষে আদমকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠানো হয় *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*। মানুষের কাছে ঘণ্টা-মিনিটের হিসাব আছে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা নেই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালজ্ঞ। তাছাড়া যমীন সৃষ্টির পূর্বে আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির হিসাব ছিল না। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ– 'আর তোমার প্রতিপালকের নিকট একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার বছরের সমান' *(হজ্জ ২২/৪৭)*। এর অর্থ এটা নয় যে, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ বাস্ত বায়নের সময়কাল হাযার বছরের সমান। বরং তিনি প্রয়োজন মত সবই করেন। যা এক পলকের সমানও হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ– 'আর আমাদের আদেশ হয় মাত্র একবার, চোখের পলকের মত' *(ক্বামার ৫৪/৫০)*।

বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে দূর অতীতে প্রায় ২০ হাযার কোটি বছর পূর্বে মহাশূন্যে হঠাৎ এক্সিডেন্টের ফলে এক মহা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। যার ফলে বিচ্ছিন্ন টুকরা সমূহের একটি হ'ল 'পৃথিবী' নামক আমাদের এই ছোট্ট গ্রহ। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বিগব্যাঙ মতবাদ (Big Bang Theory) বলে। একদম শূন্য থেকে সৃষ্টি বিষয়ক এই বিগব্যাঙ মতবাদ, যা স্টিডি স্টেট (Steady State)-বাদী পদার্থ বিজ্ঞানীদের অনমনীয় যিদ ও বিরোধিতার কারণেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। যাদের ধারণা মতে মহাবিশ্বের কোন শুরু ছিল না। বরং অনাদিকাল থেকেই এভাবে অবস্থান করছে। সময়ের ব্যাপ্তিতে এখানে আপনা থেকে পদার্থ তৈরী হ'ত এবং তা আপনা থেকেই মহাবিশ্বের শূন্যস্থানকে ভরে দিত। সেকারণ আমরা সৃষ্টিকে সর্বদা অপরিবর্তনশীল

দেখতে পাই'। যদিও এই ধারণার পিছনে তারা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। অতঃপর ১৯২৭ সালে প্রথম বিগব্যাঙ থিওরী পেশ করেন বেলজিয়াম পদার্থবিদ জর্জ ল্যামেইট্র (১৮৯৪-১৯৬৬ খৃ.)। অকাট্য তথ্য-উপাত্তের ফলে যা বিজ্ঞানীগণ সবাই মেনে নিতে বাধ্য হন।[১] অথচ দেড় হাযার বছর পূর্বেই পৃথিবীর মানুষ মরু আরবের একজন নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে উক্ত তথ্য জানতে পেরেছে *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।* তাছাড়া বিজ্ঞানীরা দেখতে পাচ্ছেন যে, এক্সিডেন্টের টুকরা নামক প্রায় ২৫ হাযার মাইল ব্যাসের এ পৃথিবীটি সূর্যের চারপার্শ্বে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইলের তীব্র গতিবেগ নিয়ে প্রদক্ষিণ করছে। এছাড়াও এখানে প্রাণের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ জড় বস্তু কখনো প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে না।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বলোক অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। আর সেটি এনেছেন আল্লাহ *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। কিন্তু আরবের 'জ্ঞানের পিতা' বলে পরিচিত আবু জাহলরা সেকালে এর অর্থ বুঝেনি, একালের 'জ্ঞানের পিতা'-রাও বুঝেনি। সে যুগের অবিশ্বাসীরা হঠকারিতা করে বলেছিল, مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ– 'দুনিয়ার এই জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। প্রকৃতিই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণা প্রসূত কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ– 'যখন তাদের বলা হ'ত, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং ক্বিয়ামত আসবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানিনা ক্বিয়ামত কি বস্তু। আমরা মনে করি এটা একটি ধারণা মাত্র এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই' *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*। তারা বলেছিল, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ– 'আমাদের এই পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আর আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না' *(আন'আম ৬/২৯)*।

১. কাযী জাহান মিয়া, আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১), ঢাকা : ২০০৮, পৃ. ২৭৭-৮০।

www.ahlehadeethbd.org

বিগব্যাঙ থিওরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু'টি মহাসত্য আত্মপ্রকাশ করে। যার প্রথমটি হ'ল আদি মহাবিশ্ব মূলতঃ শূন্য হ'তে সৃষ্টি হয়েছে। ইতিপূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অতীন্দ্রিয় কোন মহা শক্তিশালী ও মহাবিজ্ঞ অদৃশ্য সত্তার মাধ্যমেই কেবল এটি সম্ভব হয়েছে'। নিঃসন্দেহে তিনিই হ'লেন 'আল্লাহ'। যিনি এক ও অমুখাপেক্ষী। যাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ বলেন, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ- اللهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ- 'বল, তিনি আল্লাহ এক *(১)*। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী *(২)*। তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন *(৩)*। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/১-৪)*।

আমাদেরকে গল্প শুনিয়ে বিশ্বাস করানো হয় যে, বিশ্বলোকসহ আমরা যারা মহাশূন্যে আনুমানিক ৬৬০০ বিলিয়ন টন ওজনের ঝুলন্ত এই পৃথিবীর বাসিন্দা, সবাই এক্সিডেন্টের সৃষ্টি। ছোটবেলায় দাদী-নানীর কোলে বসে রূপকথার কাহিনী শুনতাম। জিনের আত্মাটা নাকি ছোট্ট কৌটার মধ্যে আটকিয়ে পুকুরের গভীরে কাদার মধ্যে পুঁতে রাখা হ'ত। অতঃপর জিনকে দিয়ে যা খুশী করানো হ'ত। আমাদের বিশ্বাসকেও অনুরূপ কৌটার মধ্যে ভরে অজ্ঞাত কল্পনার জগতে চালান করে দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে খেলছেন একদল মানুষ। যারা দু'ভাগে বিভক্ত।-

একদল যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। অন্যদল আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। কিন্তু তারা কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না এবং তারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী নন।

প্রথম দলের বক্তব্য হ'ল : পৃথিবীটা এক্সিডেন্টের সৃষ্টি। আর এটি হ'ল প্রাকৃতিক বিষয়। আর আমরা যা দেখা যায় ও অনুভব করা যায়, তা ব্যতীত অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি না। যদি আল্লাহ্র অস্তিত্ব থাকত, তাহ'লে তিনি নিজে আমাদের সামনে দেখা দিতেন' যাতে আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস আনতে পারি। হ্যাঁ! দূর অতীতে মূসার কওম তাঁর কাছে এরূপ দাবীই করেছিল। ফলে তাদেরকে আল্লাহ সেখানেই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। পরে মূসার প্রার্থনার ফলে আবার তাদের জীবিত করেছিলেন *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*। এরা ছিল মূসার কওমের সত্তরজন শীর্ষ নেতা।

এযুগেও অবিশ্বাসী ও বস্তুবাদী নেতারা এরূপ উদ্ভট দাবী করে থাকেন। যদিও কোন সুস্থ জ্ঞানের মানুষ এরূপ দাবী করতে পারে না। এ পৃথিবীতে কোন

www.ahlehadeethbd.org

কর্মই কি কর্তা ব্যতীত সম্পন্ন হচ্ছে? আর যদি প্রকৃতিই পৃথিবীকে সৃষ্টি করে থাকে, তাহ'লে প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল? তাতে কিভাবে এসব নিয়ম-কানূন তৈরী হ'ল? এজন্যই তো আল্লাহ বলেছেন, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟ 'তারা কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা?' *(তূর ৫২/৩৫)*। মূলতঃ বস্তুবাদীরা তাদের যুক্তিহীন নাস্তিক্যবাদী বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদেরকে নৈতিকতার বন্ধন থেকে ও আল্লাহ্র বিধান সমূহ মান্য করা থেকে মুক্ত রাখতে চান। যেমনটি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন বিবর্তনবাদী ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) 'বুলডগ' (Bull dog) নামে খ্যাত টমাস হেনরি হাক্সলে (১৮২৫-১৮৯৫ খৃ.)।

কেননা তাদের ৩টি বিষয়ের কোন একটিতে একমত হ'তেই হবে। **(১)** এ মহাবিশ্ব এবং জড়জগৎ ও জীবজগৎ কেউ সৃষ্টি করেনি। **(২)** সব আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে। **(৩)** অবশ্যই কোন জ্ঞানবান সত্তা স্বীয় পরিকল্পনামতে এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন। নিঃসন্দেহে সকলে ৩য় বিষয়টিতে একমত হবেন। বস্তুতঃ তিনিই হ'লেন 'আল্লাহ'। নাস্তিক বস্তুবাদীরা সেটা ভালভাবেই জানেন। কিন্তু স্রেফ হঠকারী মনোভাবের কারণে স্বীকার করেন না।

যদি কেউ বলে যে, সে একটি পণ্য বোঝাই জাহায দেখেছে, যে হঠাৎ কোন কর্তা ছাড়াই বোঝাই হয়েছে। অতঃপর নাবিক ছাড়াই সাগরে চলছে, তাহ'লে কি কেউ তাকে বিশ্বাস করবে? যদি কেউ একটি বড় কাঁচের পাত্র মাটিতে ফেলে দেয় এবং তা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যায়, তাহ'লে কি তার টুকরা সমূহ থেকে ছোট ছোট পানির গ্লাস বের হবে? যদি কেউ কোন একটা গাছের পাতায় কয়েক প্রকার রং লাগিয়ে দেয়, তাহ'লে তাতে কি অনন্য সুন্দর কোন দৃশ্য তৈরী হবে? কোন ফুলের পাতায় সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে কি সেটা গোলাপ ফুল হবে? তাহ'লে অবিশ্বাসীদের ধারণা কি হবে এই সুন্দর নিয়মবদ্ধ পৃথিবী ও সৌরলোক সম্বন্ধে? যার প্রতিটি বস্তু নিজস্ব রীতিতে ও অনন্য গতিতে সুশৃংখলভাবে চলছে? কেউ যদি একাকী কোন নির্জন ভূমিতে ভ্রমণে যায় এবং এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে যায়। অতঃপর ক্ষুধার্ত অবস্থায় জেগে উঠে দেখে যে, পাশেই খাদ্য ও পানীয় ভর্তি দস্তরখান প্রস্তুত, তাহ'লে সে কি তা থেকে খাওয়ার জন্য হাত বাড়াতে পারবে, যতক্ষণ না নিজের মধ্যে প্রশ্ন আসে, কে

এই খাদ্য হাযির করল? তাহ'লে কি জবাব হবে এই সুন্দর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে, যাকে আমাদের সৃষ্টির পূর্বেই আমাদের অভ্যর্থনা ও সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেখানে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজিসহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি বস্তুর রয়েছে নিজস্ব নিয়ম ও শৃংখলা। রয়েছে নিজস্ব কর্মরীতি। যা কেউ ভঙ্গ করে না। রয়েছে নিজস্ব গতিপথ। যা কেউ অতিক্রম করে না। তাহ'লে বিশাল সৃষ্টিজগত কি কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? কোন পরিচালক ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে? এক্সিডেন্ট কি কোন বিধি-বিধান তৈরী করতে পারে? কোন কিছু সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করতে পারে? আল্লাহ বলেন, –قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 'মূসা বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন *(ত্বোয়াহা ২০/৫০)*।

আমরা বিদ্যুতের অস্তিত্ব স্বীকার করি। কিন্তু আমরা কি তা দেখি? আমরা যদি কোন ঘরে বসে থাকি। যেখানে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে ও পাখা চলছে। এ সময় যদি কেউ বলে ওঠে, বিদ্যুৎ আছে কি? তখন লোকেরা কি জবাব দিবে? তারা কি বলবে না যে, তুমি একটা আস্ত পাগল! তুমি কি দেখ না আলো জ্বলছে পাখা ঘুরছে? এভাবে সর্বত্র আমরা ক্রিয়া দেখে কর্তাকে স্বীকার করি। তাহ'লে সৃষ্টি দেখে কেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে স্বীকার করব না? যদি বলি, বিদ্যুৎ রয়েছে আবরণে ঢাকা ক্যাবলের মধ্যে। তারপর যদি কেউ আবরণটা খুলে দেখতে যায়, তাহ'লে কি সে বিদ্যুৎ দেখতে পাবে? আর যদি তাতে স্পর্শ করে, তাহ'লে তার অবস্থা তখন কি হবে?

এ যুগের বিস্ময় হ'ল ইন্টারনেট। কিন্তু আমরা কি তার ভিতরের বিদ্যুতের খেলা দেখতে পাই? আমরা কি মধ্যাকর্ষণ শক্তি, চৌম্বকত্ব, এক্সরে, লেজার রশ্মি, শব্দতরঙ্গ ও বায়ু তরঙ্গকে অস্বীকার করতে পারি? যা ব্যতীত আমরা এক মিনিট দুনিয়ায় বসবাস করতে পারি না। আমরা দেখি ও শুনি। কিন্তু আমরা কি জানি চোখ কিভাবে দেখে বা কান কিভাবে শোনে? আমরা কথা বলি। কিন্তু আমরা কি জানি, কিভাবে দু'ঠোট, জিহ্বা ও মুখগহ্বরে শব্দ ও বাক্য তৈরী হয়? আমরা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করি। কিন্তু আমাদের দৈনিক নিদ্রায় মৃত্যু হয় ও জাগরণে ক্বিয়ামত হয়, সেটা কি চিন্তা করি? নিদ্রা ও জাগরণের কোনটারই ক্ষমতা কি আমাদের আছে? দৈনিক আমাদের দেহের

অভ্যন্তরে রক্ত কণিকা সমূহের মৃত্যু ও নবজন্মে সর্বদা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের খেলা চলছে, তা কি আমরা ভেবে দেখি? এজন্যেই তো আল্লাহ বলেছেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিগুলিকে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে'? 'তুমি বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*।

আমাদের অনুভূতি ও অনুধাবন শক্তি সৃষ্টি জগতের সবকিছু দেখতে ও অনুভব করতে সক্ষম হয় না এবং হবেও না কোনদিন। তাহ'লে কিভাবে আমরা তাকে দেখতে পাব, যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যেককে স্ব স্ব রীতি ও গতিতে চলার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন। যার বাইরে যাবার ক্ষমতা কারও নেই। আমরা হাঁস-মুরগীর মত দু'পায়ে চলি। গরু-ছাগল-হাতি-বাঘ সবাই চার পায়ে চলে। ইচ্ছা করলেই কি আমরা চার পায়ে চলতে পারব? আল্লাহ্র এই রীতি পাল্টানোর ক্ষমতা কি আমাদের আছে? আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে দেখি না, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে দেখি। সর্বত্র তাঁর নিদর্শন দেখি। কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই না এবং পাবোও না কোনদিন দুনিয়াতে। সেকথাই আল্লাহ বলেছেন, لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيرُ- 'কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং ভিতর-বাহির সকল বিষয়ে বিজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১০৩)*।

অবিশ্বাসীরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে চায়। যদি তাকে দেখেই নাও, তাহ'লে পরীক্ষা হবে কিসের? যদি কেউ আগে-ভাগেই রেজাল্ট জেনে নেয়, তাহ'লে সে পরীক্ষা দেবে কেন? সেকারণ ঈমানের মূল ভিত্তিই হ'ল অদৃশ্যে বিশ্বাস। বিজ্ঞানের ভিত্তিও কি তাই নয়? বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার কি একথা প্রমাণ করে না যে, তারা আগে বিষয়টি জানতেন না। বিজ্ঞানীরা স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে গবেষণা করেন। অতঃপর ভাগ্যক্রমে কখনো এমনকিছু পেয়ে যান, যা ইতিপূর্বে তাদের ধারণাতেও ছিল না। এ যুগের কম্পিউটার,

মোবাইল ও ইন্টারনেট কি অনুরূপ বিস্ময়কর আবিষ্কার নয়? অতএব বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে অদৃশ্যে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। বরং তা অন্ধকারে পথ হাতড়ানোর মত একটা বিষয়। যা আল্লাহ আগেই বলেছেন যে, عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ– 'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *('আলাক্ব ৯৬/৫)*। অতএব অদৃশ্য থাকাটাই বিজ্ঞান গবেষণার ভিত্তি। সবকিছু দৃশ্যমান থাকলে পৃথিবীতে গবেষণা ও উন্নয়ন বলে কিছুই থাকত না। সবকিছু স্থবির হয়ে পড়ত। অমনিভাবে অদৃশ্য থেকে আল্লাহ সবকিছু করছেন, দেখছেন ও শুনছেন; এই বিশ্বাসই মানুষকে সর্বদা ভীত রাখে ও সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। তাকে পশুত্ব থেকে বিরত রাখে। একেই বলে 'ঈমান বিল গায়েব'।

এক্ষণে যদি কেউ আল্লাহকে স্বীয় চর্মচক্ষুতে দুনিয়াতেই দেখে ফেলে, তাহ'লে আর ঈমানের কি ফায়েদা থাকল? কেউ কি বলবে যে, আমি সূর্যে, চন্দ্রে, বা রাত্রি ও দিনে বিশ্বাসী? যা সে প্রতিদিন দেখছে। মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ দর্শন হ'ল বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় নে'মত। এ নে'মতের অধিকারী কেবল তারাই হবে, যারা পরকালে জান্নাতী হবে। অবিশ্বাসী কপট বিশ্বাসী, মুশরিক ও ফাসেকরা কি তাকে দেখতে পাবে? দুনিয়াতেও তারা ছিল অন্ধ, আখেরাতেও তারা হবে অন্ধ' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*। আল্লাহ বলেন, كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ– 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। অথচ উচ্চ মর্যাদাশীল মুমিনগণ তাঁকে জান্নাতে স্পষ্ট দেখবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ– إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ– 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে'। 'তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। কারণ তারা দুনিয়াতে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। আখেরাতেও তারা উক্ত বিশ্বাসের প্রতিদান পাবে।

অবিশ্বাসীরা বলে, আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? আমরা বলব, এটি হ'ল শয়তানী ওয়াসওয়াসা। এ বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে আগেই সাবধান করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ এরূপ বললে বা তোমাদের মনে এরূপ খটকার উদ্রেক হ'লে তোমরা বল, آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ

‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর’।[২] এছাড়া তোমরা সূরা ইখলাছ পাঠ কর এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারো। আর শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে বল ‘আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম’।[৩] একবার কিছু লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের অন্ত রে মাঝে-মধ্যে ভয়ংকর সব কথা আসে, যা বলতে সংকোচ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এরূপ সংকোচ আসে কি? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই হ’ল ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন (ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ)।[৪]

এর বিপরীত হ’ল মুনাফিকগণ। যারা মুখে ঈমান প্রকাশ করে। কিন্তু অন্তরে কুফরী লুকিয়ে রাখে। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ- فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ- ‘যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে’। ‘সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না বা কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ *(আত-তারেক ৮৬/৯-১০)*। তিনি আরও বলেন, أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ- وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ- إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ- ‘সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?’ ‘এবং বুকের মধ্যে যা লুক্কায়িত ছিল সব প্রকাশিত হবে?’ ‘নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের কি হবে সে বিষয়ে সম্যক অবহিত’ *(‘আদিয়াত ১০০/৯-১১)*।

যদি আমরা তর্কের খাতিরে কাউকে মেনে নেই যে, তিনি আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তো অবিশ্বাসীরা পুনরায় বলবে যে, তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে বলতেই থাকবে। কিন্তু কতক্ষণ বলবে? কত দূর বলবে? এক সময় গিয়ে তাকে থামতেই হবে। অর্থাৎ এক পর্যায়ে যেকোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলতেই হবে যে, একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন, যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। যিনি প্রথম। যার পূর্বে কেউ নেই। যদি কেউ ১০০ থেকে পিছন দিকে গণতে থাকে, তাহ’লে এক পর্যায়ে তাকে এক-য়ে গিয়ে থামতে হবে। কেননা তারপরে তো আর কিছু নেই। নিশ্চিতভাবে তিনিই হ’লেন আল্লাহ। যিনি এক

---

২. মুসলিম হা/১৩৪ (২১৩) ‘ঈমান’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৬ ‘খট্কা’ অনুচ্ছেদ।
৩. আবুদাঊদ হা/৪৭২২; মিশকাত হা/৭৫ ‘খট্কা’ অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১১৮।
৪. মুসলিম হা/১৩২ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

www.ahlehadeethbd.org

ও অদ্বিতীয়। যার কোন শরীক নেই। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। 'তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন'। 'আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/৩-৪)*।

দ্বিতীয় হ'ল ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে। কিন্তু কোন ধর্ম বিশেষ করে আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম ইসলামকে স্বীকার করে না। তারা বলে, ধর্ম পালনই সকল প্রকার অধোগতি, দারিদ্র্য, রোগ-পীড়া, সামাজিক বিশৃংখলা ও যুলুম-অত্যাচারের কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না।

তাহ'লে কি একথা বলতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেবল খেলাচ্ছলে? তিনি আমাদের কর্মসমূহের হিসাব নিবেন না? তাহ'লে ন্যায়বিচার কোথায় থাকল? বস্তুবাদীরা কি ধারণা করেন যে, সৎ ও অসৎ সবাই সমান? সংশোধনকামী ও ধ্বংসকামী উভয়ে এক? যালেম ও মযলূম কি তাহ'লে সমান? হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি কি এক? তিনি পাগল সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধিমানদের উপদেশ হাছিলের জন্য। প্রতিবন্ধী সৃষ্টি করেছেন স্বাস্থ্যবানদের পরীক্ষা করার জন্য। অভাবগ্রস্ত সৃষ্টি করেছেন সম্পদশালীদের কৈফিয়ত নেওয়ার জন্য। কেননা এ পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্র। মানুষ কেবল তাঁর হুকুম মত এগুলি ব্যবহারকারী মাত্র। অতএব এটা অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা এবং তিনি পৃথিবী খেলাচ্ছলে বা যুলুম বশতঃ সৃষ্টি করেছেন বলে মিথ্যা অপবাদ মাত্র। যেখানে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলা যায় না, সেখানে রাজাধিরাজ আল্লাহ সম্পর্কে কিভাবে এরূপ কথা বলা যায়? সেকারণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ- فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- 'তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না?' 'অতএব মহামহিম আল্লাহ যিনি যথার্থ অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান আরশের মালিক' *(মুমিনূন ২৩/১১৫-১৬)*।

ইসলাম বিরোধীরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে বিশৃংখলা, যুলুম, পশ্চাদপদতা ও দারিদ্র্যের অভিযোগ করে থাকে এবং ধর্মকে অস্বীকারকারী মতবাদসমূহকে প্রগতিবাদী, দারিদ্র্য বিমোচনকারী ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীভূতকারী মতবাদ বলে প্রচার করে থাকে। যার মধ্যে আমরা এখন বসবাস করছি। কিন্তু

এজন্য ধর্মসমূহকে দায়ী করা একেবারেই অন্যায়। তাহ'লে কি ধর্ম পরিত্যাগের মাধ্যমে আমাদের অনগ্রসরতা, যুলুম ও দারিদ্র্য দূর হবে? আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের বহু মানুষ ইসলাম কবুল করেছে। এতে তাদের অবস্থা পাল্টে কি তারা হতদরিদ্র, রোগী ও অনগ্রসর হয়ে গেছে? ধরে নিলাম পুরা মুসলিম জাতি ধর্ম ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের অনুসারী হ'ল, তাহ'লে কি তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে? তাদের অধোগতি কি অগ্রগতিতে রূপ নেবে? তাদের দারিদ্র্য কি প্রাচুর্যে পরিণত হবে? তাদের উপর যুলুম কি ন্যায়বিচারে পরিবর্তিত হবে? যদি পরকালে ন্যায় বিচার তথা পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তবে কিসের জন্য অভাবগ্রস্ত, রোগী ও মযলূম এ দুনিয়াতে ধৈর্যধারণ করবে? যখন সে জানে যে, সে সত্বর মৃত্যুবরণ করবে এবং (অবিশ্বাসীদের ধারণা মতে) সে পরকালে তার অভাব, রোগ ও যুলুমের কোন প্রতিকার পাবে না।

ঐসব জাতির অবস্থা কেমন হবে যারা কোন ধর্ম মানেনা, যারা আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করে না বা তাঁর নিকট থেকে ছওয়াব আশা করে না? তখন কি তাদের নিকট সব বস্তু বৈধ হয়ে যাবে না? কে তখন মানুষের জান, মাল ও ইযযতের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে? এরূপ সমাজে কি মিথ্যা, প্রতারণা, মদ্যপান, ব্যভিচার বাধাহীন গতিতে ছড়িয়ে পড়বে না? সেখানে মানুষের আচরণ বিধি নিয়ন্ত্রণের কেউ থাকবে না কেবল তাদের মনগড়া আইনটুকু ব্যতীত। যেখান থেকে তারা সহজে গা বাঁচাতে পারে। কারণ নিজেদের গড়া আইনতো নিজেদের স্বার্থেই ভাঙা যায়।

যারা নাস্তিক্যবাদের আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছেন, তারা ভালভাবেই জানেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের কাছ থেকে চুরি করা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর। তারা মুসলমানদের রক্ত শোষণ করেছে ও তাদের সম্পদসমূহ লুট করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপর যেসব বিপদ আপতিত হয়েছে, সবই ঐসব দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অব্যাহত যুলুম ও শোষণের কারণে এবং ইসলামী খেলাফত ধ্বংস হওয়ার কারণে। সেই সাথে ইসলামী খেলাফতকে টুকরা টুকরা করে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার কারণে। আর চিন্তাশীল মাত্রই জানেন যে, মুসলিমদের অধিকাংশ তাদের দ্বীনের যথাযথ অনুসারী নয়। আর এটাই হ'ল তাদের অধঃপতনের মূল কারণ। অতএব যদি নাস্তিকদের কথা সঠিক হ'ত যে, ইসলামই অনগ্রসরতা, রোগ-পীড়া ও

দারিদ্র্যের মূল কারণ, তাহ'লে তাদের অবস্থা তো এখন আরও উন্নত হওয়ার কথা তাদের ধর্ম থেকে দূরে থাকার কারণে? তাই নয় কি?

মদ্যপান, নারী নির্যাতন ও খুনের মত বড় বড় পাপগুলি ঐসব দেশে বেশী হয়, যারা ইসলাম কবুল করেনি অথবা যারা ইসলামের অনুশাসন মানে না। এমনকি আমেরিকা (যারা সেরা ধনী রাষ্ট্র বলে পরিচিত) পৃথিবীতে গাড়ী দুর্ঘটনায় শীর্ষে অবস্থান করছে তাদের মদ্যপানের কারণে। সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ও রক্তপাত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকেই সবচেয়ে বেশী দায়ী করা হয়। বরং এটাই প্রমাণিত সত্য যে, 'দারিদ্র্য মানুষকে অপরাধপ্রবণ বানায়' কথাটি ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা। আন্তর্জাতিক পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫২ সালে ভারতে এক লক্ষ মানুষের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৬৫। অথচ সেসময় গ্রেট বৃটেনে সমসংখ্যক লোকদের মধ্যে অনুরূপ অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৩২২' *(মহাসত্যের সন্ধানে ৪৬ পৃ.)*। বর্তমানের অবস্থা তো আরও করুণ!

পাশ্চাত্যপূজারীরা ভুলে গেছেন যে, ইতিপূর্বে যখন বিজ্ঞান ও গীর্জার মধ্যে মুখোমুখি অবস্থান ছিল, তখন খৃষ্টানরা অনেক বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছিল। এমনকি তারা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খৃ.) সম্পর্কে বলেছিল, যখন তিনি তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ যন্ত্রটিকে আরও উন্নত করলেন এবং পৃথিবী থেকে সৌরলোকে প্রথমবারের মতো অনেক নতুন বস্তু দেখতে পেলেন যা তার আগে কারু চোখে ধরা পড়েনি। তিনি সূর্যের চারপাশে কয়েকটি বিন্দুর আবর্তন দেখে নিশ্চিত হ'লেন যে, কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃ.) তত্ত্বই সঠিক ছিল যে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। তাঁর এ গবেষণাটি প্রকাশ করার জন্য বহুবার তিনি রোমে গেলেন পোপের অনুমতি নিতে। শেষ পর্যন্ত ১৬২৪ সালে পোপের কাছ থেকে অনুমতিও পেলেন। কিন্তু এই গবেষণাটি ছিল মিসরীয় বিজ্ঞানী টলেমীর (৯৮-১৬৮ খৃ.) 'সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে' মতবাদের বিরোধী। ফলে ১৬৩২ সালে তাঁর উক্ত গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সারা ইউরোপে হৈ চৈ পড়ে গেল। অতঃপর তাঁকে ধর্ম বিরোধী আখ্যায়িত করে গ্রেফতার করা হ'ল। এরপর জীবনের শেষ চার বছর নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই মহাবিজ্ঞানী অন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উপরে এমন অপবাদও দেওয়া হয় যে, তিনি নাকি চান যে, তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি আল্লাহকে দেখবেন'। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়। যা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের উপর গীর্জার প্রাধান্য শেষ করে দেয়।

www.ahlehadeethbd.org

অথচ এর বিপরীতে ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, -رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। কুরআনের প্রথম আয়াতই নাযিল হয়েছে 'তুমি পড়' বলে। যেমন আল্লাহ বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(১)*। 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে' *(২)*। 'পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু' *(৩)*। 'যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন' *(৪)*। 'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। এছাড়াও বহু আয়াত ও হাদীছ রয়েছে, যেখানে বিজ্ঞানের হাযারো উৎসের সন্ধান রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتَابٍ مُّنِيْرٍ- 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে' *(লোকমান ৩১/২০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ- 'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই। আর তিনি জানেন তার অবস্থান স্থল ও সমর্পণস্থল। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(হূদ ১১/৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَأَنْ يَّأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّسْأَلَ النَّاسَ- 'তোমাদের কেউ সকালে রশি নিয়ে পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে যাক,

অতঃপর কাঠ কুড়িয়ে এনে বিক্রি করুক এবং তা থেকে সে ভক্ষণ করুক ও ছাদাক্বা করুক, সেটাই তার জন্য উত্তম হবে মানুষের কাছে চাওয়া থেকে' *(বুখারী হা/১৪৮০; মিশকাত হা/১৮৪১)*। তিনি আরও বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَّتَرُوحُ بِطَانًا– 'যদি তোমরা প্রকৃতভাবেই আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হ'তে তাহ'লে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেওয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেওয়া হ'ত। এরা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯)*। এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যেন আল্লাহ্র দুনিয়াকে আবাদ করে এবং ভূপৃষ্ঠে, ভূগর্ভে ও অন্তরীক্ষে তাঁর দেওয়া রিযিকের ভাণ্ডার অনুসন্ধান করে। এ কাজে মানুষ যত গভীরে ডুববে, তত বিজ্ঞানের লুক্কায়িত উৎস খুঁজে পাবে। যা সে ইতিপূর্বে জানত না। কিন্তু অবিশ্বাসী বা মিথ্যাবাদীরা কি এসব কথা শুনতে পায়? যারা চোখ থাকতেও দেখে না, কান থাকতেও শোনে না, হৃদয় থাকতেও বুঝে না এরা তো আল্লাহ্র ভাষায় চতুষ্পদ জন্তু বা তার চাইতে নিকৃষ্ট' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। অতএব 'ধ্বংস হৌক কল্পনার অনুসারীরা। যারা তাদের অজ্ঞতায় বেহুঁশ'। 'যারা তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করে বিচার দিবস কবে হবে'? 'হ্যাঁ, সেটা সেদিন হবে, যেদিন তাদেরকে আগুনে ঝলসানো হবে' *(যারিয়াত ৫১/১০-১৩)*। অতএব হে স্বপ্নচারীরা বাঁচতে চাইলে 'তোমরা দৌড়াও আল্লাহ্র দিকে... এবং তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না... *(যারিয়াত ৫১/৫০-৫১)*।

মনে রেখ 'ক্বিয়ামত আসবেই'। 'তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কারু নেই' *(তূর ৫২/৭-৮)*। 'সেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের দিকে ধাক্কিয়ে নেওয়া হবে এবং বলা হবে এটাই হ'ল সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে'। 'এখন বল, এটা কি জাদু না বাস্তব? নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না'! 'এতে প্রবেশ কর। অতঃপর ধৈর্য ধর বা না ধর দু'টিই সমান। (দুনিয়ায়) তোমরা যা করতে এটা তারই প্রতিফল' *(তূর ৫২/১৩-১৬)*। আল্লাহ বলেন, 'তারা ভাবছে সেটা অনেক দূরে। অথচ আমরা দেখছি ওটা অতীব নিকটে' *(মা'আরেজ ৭০/৬-৭)*।

হ্যাঁ! মৃত্যু যেকোন সময় তোমাকে ধরে ফেলবে। তোমার রূহটা বেরিয়ে যাবে। অথচ তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা তোমার হবে না। আর তখনই শুরু হবে

তোমার অবিশ্বাসের শাস্তি। আর দুনিয়ায় যত অন্যায় কর্মের মন্দ প্রতিফল' *(তূর ৫২/১৬)*। কারণ যখনই বান্দার মৃত্যু হয়, তখনই তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যায়। তুমি কি তাহ'লে এখনো বুঝতে পারছ না হার্ট এ্যাটাক কার হুকুমে হয়?

যারা কোন ধর্ম মানেন না তাদের যুক্তি, বিশ্ব চলে প্রকৃতির নিয়মে। অথচ প্রকৃতি একটা বাস্তব বিষয়। এটা তো কোন ব্যাখ্যা হলো না। যেমন বৈশাখের কাঠফাটা রোদে অনেকে বলেন, প্রকৃতি রুদ্র রূপ ধারণ করেছে। এটাতো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রকৃতি কার হুকুমে ও কার বিধান মতে চলছে, তার উত্তর কোথায়? যদি কেউ বলে ডিমে তা দিলে ২১ দিনে বাচ্চা ফুটে বের হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অথচ খোসার মধ্যে ডিমের প্রাণহীন কুসুমটাকে জীবন্ত বাচ্চায় পরিণত করে কে? কোন ছিদ্র না থাকা সত্ত্বেও খোসার ভিতরে বাচ্চাটি আলো-বাতাস পেল কিভাবে। কে ওর দেহে রূহ সঞ্চার করল? কে তাতে পুষ্টি এনে দিল? কে তার ঠোঁটের উপর শিং গজিয়ে দিল? অতঃপর তার সাহায্যে ডিমের খোসা ভেদ করে সে আপনা আপনিই বেরিয়ে এল। অতঃপর সে মানুষের বাচ্চার মত কান্নাকাটি না করে পায়ে হেঁটে সোজা মায়ের কাছে চলে গেল? কে তাকে তার মা চিনিয়ে দিল? এরূপ হাযারো প্রশ্নের উত্তর বস্তুবাদী ও নাস্তিকদের কাছে আছে কি?

এক্ষণে দূর আকাশে উড়োজাহাযের চালককে যখন আপনি অস্বীকার করেন না, তখন একই আকাশের নীচে রোদ-বৃষ্টির মালিককে আপনি অস্বীকার করেন কেন? আপনার মুরগীর ডিম ফোটা বাচ্চার জন্য আপনি কেন আল্লাহকে স্বীকার করতে পারেন না? আপনি দৈনিক নদীতে জোয়ার-ভাটা দেখছেন, আপনি বলবেন, ওটা তো চাঁদের আকর্ষণে হয়ে থাকে। কিন্তু নদী ও চাঁদ এ দু'য়ের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হ'ল কিভাবে? প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাযার ৮৫৫ মাইল (বা ৩ লক্ষ ৮৪ হাযার ৪শ কিলোমিটার) দূরত্বের ঐ চাঁদটির সাথে সমুদ্রের এই আকর্ষণ কে সৃষ্টি করল? অন্য কোন নক্ষত্রের সাথে এই আকর্ষণ কেন সৃষ্টি হয় না? ধার্মিকরা বলেন, সবকিছু আল্লাহ করেন। কিন্তু নাস্তিক ও বস্তুবাদীরা কি বলবেন? নিশ্চয়ই তাদের কোন জবাব নেই, স্রেফ হঠকারিতা ব্যতীত।

প্রকৃতির সর্বত্র একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতি রয়েছে, যা অপরিবর্তনীয়। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে ডোবে। পিছে পিছে দিন-রাত্রির আগমন-নির্গমন ঘটে। কেউ কাউকে ধরতে পারে না। কিন্তু কে এইসব বিশাল সৃষ্টিকে নিয়মবদ্ধ করল? প্রাণহীন প্রকৃতির মধ্যে কে এই ধর্ম সৃষ্টি করল?

www.ahlehadeethbd.org

পৃথক পৃথক প্রজাতি কখনো ক্রমবিকাশ লাভ করে নতুন একটি প্রজাতিতে পরিণত হয়না। চাই তা জীবন্ত সত্তা হৌক কিংবা ফসিল (fossil) রূপে হৌক। বিড়াল সর্বদা বিড়ালই থাকে। বানর চিরকাল বানর থাকে। মশা-মাছি চিরকাল মশা-মাছি থাকে। মানুষ চিরকাল মানুষ থাকে। কখনোই এক প্রজাতির জীবকোষ ক্রমবিকাশ লাভ করে অন্য প্রজাতি সৃষ্টি হয়না। আপনি কি বলতে পারেন ডিম আগে জন্মেছে, না মুরগী আগে জন্মেছে? বরং এটাই বাস্তব যে, প্রতিটি সৃষ্টিই নতুন। প্রতিটি সৃষ্টিই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। তাই প্রতিটি সৃষ্টিই তার সৃষ্টিকর্তার অকাট্য প্রমাণ। যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। আর তিনিই হ'লেন আল্লাহ। যিনি হ'লেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ، 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*। অতএব ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২ খৃ.) বিবর্তনবাদ তাই স্রেফ কল্পনা নির্ভর এক ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন মতবাদ মাত্র। যেখানে তিনি কল্পনা করেছেন যে, মানুষ হ'ল বানরের বংশজাত *নাঊযুবিল্লাহ*।

জড়জগতে ও জীবজগতে ধর্ম থাকলে মানবজগতে কেন ধর্ম থাকবে না? মানুষের দেহ প্রতি পদে পদে ধর্ম মেনে চলে। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সবই সেই ধর্মের অধীনস্ত। কেবল তার জ্ঞান জগতটা স্বাধীন। তাই সে ধর্মকে অস্বীকার করে। আর এখানেই তার জ্ঞানের পরীক্ষা হয়।

আমরা সর্বদা Human Morality বা মানবিক মূল্যবোধের কথা বলি। কেননা সেটা ব্যতীত সমাজ অচল। সেই মূল্যবোধ রক্ষার জন্য দিনের পর দিন নতুন নতুন আইন তৈরী হচ্ছে। সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন চলছে। কিন্তু সবই প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। একটা কারখানাকে একটা সুইচ টিপলেই সচল করা যায়। কিন্তু একজন মানুষকে তা করা যায় না। কেননা মানুষ তার নিজস্ব চিন্তায় চলে। সেজন্য চাই একটা বিশ্বাস ও প্রেরণা। যা তার মূল্যবোধকে সঠিক পথে ধরে রাখবে ও উজ্জীবিত করবে। আর সেটাই হ'ল ধর্ম। সে ধর্ম যদি আল্লাহ প্রেরিত হয় এবং সে যদি তার যথার্থ অনুসারী হয়, তাহ'লে সে হয় সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। সমাজ ও

www.ahlehadeethbd.org

সভ্যতা, মানুষ ও পশু-পক্ষী সবাই তার কাছে নিরাপদ। আর যদি সেটা ধর্মের নামে অন্য কিছু হয়, তাহ'লে তা হয় মূল্যবোধ বিপর্যয়ের অন্যতম উৎস। যা স্রেফ ক্ষতির কারণ হয়। যেমন হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ প্রথা, পণপ্রথা, কন্যা সন্তানের জন্য উত্তরাধিকার না থাকার প্রথা, দেবতার উদ্দেশ্যে পাঁঠাবলি ও নরবলি প্রথা, মূর্তিপূজার প্রথা ইত্যাদি। অতএব মানুষের মনগড়া ধর্ম বা আইন দিয়ে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা যায় না। বরং প্রকৃত আল্লাহভীতি ও আল্লাহ্র বিধানের যথার্থ অনুসৃতির মাধ্যমেই কেবল মানবিক মূল্যবোধ রক্ষিত হ'তে পারে। যেভাবে প্রাকৃতিক বিধান সর্বত্র যথানিয়মে রক্ষিত হয়ে চলেছে।

লেনিন[৫] (১৮৭০-১৯২৪ খৃ.) ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'আমাদের মতে আকাশ মার্গে স্বর্গ রচনার পরিবর্তে পৃথিবীর বুকে স্বর্গ রচনাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ'। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ধুলির ধরণীতে 'স্বর্গ রচনা' কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা নিজেদেরকে আকাশমণ্ডলে স্বর্গ রচনার যোগ্য করে গড়ে তোলে। আর 'আকাশমণ্ডলে স্বর্গ রচনা যাদের লক্ষ্য নয়, তারা 'ঊর্ধ্বে গগন আর নিম্নে ধরণীতল' কোথাও স্বর্গ রচনা করতে সক্ষম হয় না। বরং তারা সর্বত্র কেবল নরকই রচনা করে'।

'আর এটা নিতান্তই বাস্তব যে, পরকালীন জীবনে শুভ প্রতিফল লাভের নিশ্চিত আশায় কোটি কোটি মানুষ নিজেদের হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার তীব্র তাকীদে ন্যায়ের পথে চলছে এবং সেখানকার অন্তহীন শাস্তি ও আযাবের ভয়ে সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকছে। শুধু তাই নয়, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য হাযারো মানুষ অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে শুধু এই প্রেরণায় যে, এর প্রতিদান স্বরূপ তারা পরকালে আল্লাহ্র নিকট অশেষ ছওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। কিন্তু বস্তুবাদীরা এ ধরনের কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে কি? কখনোই তা সম্ভব নয়। দুর্নীতি আর চরিত্রহীনতার সর্বপ্লাবী পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই সমাজে ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে যদি কাউকে দেখতে পাওয়া যায়, তাহ'লে তা যে কেবল ধর্মেরই প্রভাবের ফল,

---

৫. ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ওরফে লেনিন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান। তার নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি ১৯১৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে। যা 'কমিউনিস্ট বিপ্লব' হিসাবে পরিচিত। ১৯২৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরসূরী জোসেফ স্ট্যালিন (১৮৭৮-১৯৫৩ খৃ.) তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন বলে শ্রুতি আছে। মস্কোতে লেনিনের ৭২ টন ওযনের বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারই জনগণের হাতে উক্ত মূর্তি বিধ্বস্ত হয়।

তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা বস্তুবাদ মানুষকে চরম স্বার্থপর ও দায়িত্বহীন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। বস্তুবাদের এই বিষাক্ত ফল সারা দুনিয়ার মানুষকে আজ এক মারাত্মক বিষে জর্জরিত করে তুলেছে। অতএব নিছক বিভীষিকা সৃষ্টিকারী আইন বা সরকারী হুমকি-ধমকি, আর জীবন মানের উন্নয়ন ও প্রলোভন দ্বারা মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি আনয়ন করা সম্ভব নয়। বস্তুবাদের লীলাক্ষেত্র যেসব দেশ, সেখানকারও বহু জ্ঞানী ব্যক্তি আজ এই মর্মান্তিক সত্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন'।[৬] অতএব ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ প্রেরিত ধর্মের মাধ্যমেই সম্ভব।

মানুষ কি ভেবেছে আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম নন? *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৪০)*। সে কি ভেবেছে তাকে সারা জীবনের কর্মের হিসাব দিতে হবে না? *(আনকাবূত ২৯/২-৩)*। সে কি মনে করে তাকে হিসাব ছাড়াই এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে? *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৬)*। আদৌ নয়! সে এসেছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র মহতী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে *(বাক্বারাহ ২/৩০)*। সে আল্লাহ্র প্রিয়তম সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। আর তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। সবকিছুকে তিনি মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/২০)*। আর তাকে করেছেন সৃষ্টির সেরা *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*।

অতএব মানুষ এক্সিডেন্টের সৃষ্টি নয়। সে আল্লাহ্র হুকুমে অনুল্লেখ্য বস্তু থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অতঃপর তাকে ভাল-মন্দ পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে *(দাহর ৭৬/১-৩)*। অতঃপর তাকে অবশ্যই মরতে হবে এবং তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে *(আনকাবূত ২৯/৫৭)*। অতঃপর তাকে তার সৃষ্টিকর্তার নিকট সারা জীবনের অণু পরিমাণ ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব দিতে হবে *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। সেখানে যালেম তার পূর্ণ শাস্তি পাবে ও মযলূম তার যথাযথ প্রতিদান পাবে *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। অতএব হে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা! মিথ্যার মরীচিকা থেকে ফিরে এস বিশ্বাসের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،
اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

---

৬. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে (ঢাকা : ১৯৯৮), পৃ. ৫০-৫১ মর্মার্থ।

www.ahlehadeethbd.org

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (১৪০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৬টি।

যারা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করতে চান, তারা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই ও পুস্তিকা সমূহ প্রচারের জন্য 'বই বিতরণ প্রকল্পে' সহযোগিতা প্রেরণ করুন। ইনশাআল্লাহ এই 'ছাদাক্বা আপনার কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দিবে' *(ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, হিসাব নং ০০৭১০২০০১০৪৭৩।